দৈনিক আমাদের সময়

তারিখ ... 3 FEB ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বাংলা মাধ্যমে ভর্তি করালেও ইংরেজিতেই কথা বলে শিশুরা

রুমানা রাখি ●

সদ্য স্কুলে ভর্তি হয়েছে চার বছরের, রাইসা। স্কুলে ভর্তি হয়েই সে শিখেছে— গুড মর্নিং, হাউ আর ইউ, থ্যাংকস ও বাই। বাংলা মাধ্যমে ভর্তি হয়েও রাইসা শুভ সকাল বা কেমন আছো এই কথাগুলো শিখতে পারেনি বলে আফসোস তার বাবা সরকারি কর্মকর্তা মিজানুর রহমানের। তিনি বলেন, খুব শখ করে বাচ্চাকে বাংলা মাধ্যমে পড়তে দিলাম। কিন্তু প্রথম দিনই স্কুল থেকে এসে বাচ্চা বলল বাবা 'হাউ আর ইউ'। পাঠদানের শুরুতেই যদি বাচ্চাদের ভালোভাবে বাংলা শেখানো না হয় তাহলে কীভাবে তাদের দেশপ্রেম তৈরি হবে?

আমার দুঃখিনী বর্ণমালা ৩

মিজানুর রহমানের এই আক্ষেপের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে মিরপুর শহীদ স্মৃতি কলেজের বাংলার শিক্ষক খাইরুল বাশার রাজু বলেন, আমাদের এখানে প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পড়ানো হয়। শিশু ও শিক্ষকদের মধ্যে ইংরেজি ভাষা এমনভাবে প্রবেশ করেছে, যা থেকে তাদের বের করে আনা সম্ভব হচ্ছে না। স্কুলগুলোতে এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ৪

বাংলা মাধ্যমে ভর্তি করালেও

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) ভাষাচর্চার জন্য নেই কোনো ভালো গ্রন্থাগারও। তা ছাড়া ভাষাচর্চার জন্য যে ধরনের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড হওয়া দরকার, তার বেশিরভাগই স্কুল-কলেজগুলো করে না। চলতি বছরের গ্রন্থমেলা উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, তরুণ-তরুণীদের বিপথগামী হওয়া ঠেকাতে সাহিত্য-সংস্কৃতিচর্চার ওপর গুরুত্বারোপ করতে হবে। ছেলেমেয়েরা বিপথে চলে গেলে, সাহিত্যচর্চার মধ্য দিয়ে তাদের সেই পথ থেকে উদ্ধার করা যায়। লেখাপড়া ও সংস্কৃতিচর্চা যত বেশি হবে, তত বেশি তারা ভালো পথে আসবে। একমাত্র সাহিত্যচর্চার মধ্য দিয়েই তারা ভুল পথে যাওয়া থেকে বিরত থাকবে। বই পড়ার ভেতর যে আনন্দ, পড়লে অনেক কিছু ভুলে থাকা যায়। আবার অনেক জ্ঞানও অর্জন করা যায়।

অথচ এই সাহিত্যচর্চা বা ভাষাচর্চার জন্য বেশিরভাগ স্কুল-কলেজেই নেই কোনো গ্রন্থাগার, নেই সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড। গণসাক্ষরতা অভিযানের এডুকেশন ওয়াচ রিপোর্ট-২০১৫ শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশের প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ২৩ শতাংশেই জাতীয় সংগীত গাওয়া হয় না। আর ৮৮ শতাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নেই গ্রন্থাগার এবং ৪৫ শতাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আয়োজন করা হয় না বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, গ্রামের মাত্র ১২ দশমিক ১ শতাংশ এবং শহরের ১৫ দশমিক ৯ শতাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থাগার রয়েছে। যার মধ্যে সরকারি বিদ্যালয়ে ১৮ শতাংশ, নতুন জাতীয়করণ হওয়া বিদ্যালয়ে ১৩ দশমিক ৩ শতাংশ, কিন্ডারগার্টেনে ১৬ দশমিক ৭ শতাংশ, উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ে ৫৩ শতাংশ এবং ইবতেদায়ি মাদ্রাসায় ২ দশমিক ৭ শতাংশ। এ ছাড়া গ্রন্থাগারের জন্য আলাদা কক্ষ রয়েছে মাত্র ১ দশমিক ৩ শতাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের।

এ ছাড়া ৪৪ দশমিক ৭ শতাংশ প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা হয় না। গ্রামের বিদ্যালয়গুলোর ক্ষেত্রে এ হার ৪৫ দশমিক ৬ শতাংশ এবং শহরের বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ৩৮ দশমিক ৩ শতাংশ। সরকারি বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে এ হার ২৬ শতাংশ, নতুন জাতীয়করণ হওয়া বিদ্যালয়ে ৪০ শতাংশ, কিন্ডারগার্টেনে ২৬ দশমিক ১ শতাংশ, উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ে ৭৫ দশমিক ৩ শতাংশ এবং ইবতেদায়ি মাদ্রাসায় ৬১ দশমিক ৩ শতাংশ। এ বিষয়ে গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, শিক্ষার শুরুতেই একজন শিক্ষার্থীর মধ্যে দেশপ্রেম ও মানবিক মূল্যবোধ তৈরি হয়। নিজের ভাষা ও সাংস্কৃতিকচর্চার মাধ্যমে তা আরও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু গ্রন্থাগার না থাকলে এগুলো পরিপূর্ণতা পায় না।

এ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় নিয়ে বলেন শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক। তার মতে, প্রথমেই একটি স্কুলে বাংলাভাষার জন্য দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে। আর বাংলা পাঠদানের সময় অন্য ভাষা ব্যবহারকারী শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। তা ছাড়া ইংলিশ ভার্সন বিলুপ্ত করতে হবে। যারা বিভিন্ন উন্নত রাষ্ট্রে নাগরিকত্বলাভের জন্য কিংবা বড় চাকরি পাওয়ার জন্য সন্তানদের ইংরেজি মাধ্যমে পড়াতে চান; তাদের জন্য ব্রিটিশ সরকার ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় ও স্থানীয় ব্রিটিশ কাউন্সিলের মাধ্যমে ও-লেভেল এবং এ-লেভেল চালাচ্ছে। এ ছাড়া বিদেশি সরকার দ্বারা পরিচালিত ইংরেজি মাধ্যমের আর কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে, সেসবের পাশে ইংলিশ ভার্সনের দরকার নেই।

তিনি বলেন, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে বাংলাভাষা শেখার ব্যবস্থাকে যথাসম্ভব উন্নত করতে হবে। সারা দেশে সব শিশুকে বিদেশি ভাষা শেখানোর দরকার নেই। চাহিদা বিবেচনা করে সংখ্যা নির্ধারণ করে নির্দিষ্টসংখ্যক প্রতিষ্ঠানে ইংরেজি এবং আরও কয়েকটি বিদেশি ভাষা ভালো করে শেখানোর ব্যবস্থা করতে হবে। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া, পৃথিবীর উন্নত ও অনুন্নত কোনো রাষ্ট্রেই সব শিশুকে বিদেশি ভাষা শেখানো হয় না। তাই এসব দিক বিবেচনা করার সময় এসেছে।

শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে ভাষার বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আক্ষেপ প্রকাশ করেন ভাষাসৈনিক ও বাংলা বর্ষপঞ্জির সংস্কারক মুহম্মদ তকীয়ুল্লাহ। তিনি বলেন, আমাদের রাষ্ট্রভাষা এখন বাংলা। কিন্তু এখনো শিক্ষাক্ষেত্রে ধনী-গরিবের বৈষম্য রয়ে গেছে। ধনীর সন্তানরা ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে লেখাপড়া করছে এবং তারাই চাকরির ক্ষেত্রে বেশি সুযোগ পাচ্ছে। আবার আরবি মাধ্যমে পড়ালেখা করে দেশীয় সংস্কৃতির সংযোগহীন অবস্থায় একদল তরুণ বেড়ে উঠছে। এরা ধর্মীয় বিভেদমূলক মনোভাব নিয়ে গড়ে উঠছে। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োজন অভিন্ন শিক্ষানীতি। বর্তমান পরিস্থিতিতে বাঙালি সংস্কৃতি ও বাংলাভাষার চর্চার নতুন জোয়ার সৃষ্টি করতে হবে, গড়ে তুলতে হবে সাংস্কৃতিক আন্দোলন।